অলৌকিক সন্নিকর্ষ

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ ও দীপিকা টীকা গ্রন্থে লৌকিক সন্নিকর্ষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেও অলৌকিক সন্নিকর্ষ নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। সম্ভবত বালানাং সুখবোধায় এই মানসে অর্থাৎ আমাদের মতো বৈশেষিক সম্মত পদার্থতত্ত্বের প্রথম পাঠার্থীর অসুবিধা হতে পারে ভেবে তিনি এ সম্বন্ধে নীরবতা পালন করেছেন। তবে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থ ও দীপিকা টীকার মূল অংশে এই আলোচনা না থাকলেও পদার্থতত্ত্ব আলোচনার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যা অলৌকিক তার জন্য তিনি যে অলৌকিক সন্নিকর্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন তা আমরা বুঝতে পারি।

যেমন, অনুমিতি আলোচনায় ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অলৌকিক সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করে প্রকারান্তরে অলৌকিক সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষকেই স্বীকার করেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। তেমনি আবার জ্ঞানের যথার্থতা অযর্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষকে ও মুক্তির স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে যোগজ সন্নিকর্ষকে প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। তাই আমরা এখন ন্যায় সম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ বিস্তারিত জেনে নেব।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঃ যখন কোন বিষয় ইন্দ্রয়ের নিকটবর্তী নয় বা ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত নেই, যখন কোন বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাথে সন্নিকর্ষের সময় উৎপন্নই হয় নি কিংবা সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নয় তখন এরূপ বিষয় সমূহের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে সন্নিকর্ষ কাজ করে তাকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে। এই সন্নিকর্ষকে অলৌকিক বলা হয় এই কারণে যে এই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষের একটিও কাজ করে না তাই। অলৌকিক সন্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকগণ অলৌকিক প্রত্যাসত্তি নামে অভিহিত করে থাকেন। এই সন্নিকর্ষ তিন প্রকার ঃ ১) অলৌকিক সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি, ২) অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি এবং ৩) অলৌকিক যোগজ লক্ষণ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি।

১) অলৌকিক সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি ঃ ন্যায়মতানুসারে কোন একটি বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হলে ঐ বস্তুর সামান্য ধর্মের জ্ঞানের মাধ্যমে ঐ সামান্যধর্মের সব আশ্রয়ের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাকে অলৌকিক সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ বলে। যেমন কোন একটি চকের সহিত চক্ষুর লৌকিক সংযোগ সন্নিকর্ষের দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সকল চকের যে প্রত্যক্ষ তাই অলৌকিক সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ। একটি চকের সাথে চক্ষুর সংযোগ হলে যেমন ঐ চকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশ, কালে স্থিত সকল চকেরও প্রত্যক্ষ হয়।

কিন্তু ঐ দেশান্তরীয় ও কালান্তরীয় চকগুলির সাথে চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষ হয় না। কিন্তু তাহলেও চক্ষু সংযুক্ত চকের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, অন্যান্য চকগুলিরও তেমনি প্রত্যক্ষ হয়। শুধু পার্থক্য এই যে, চক্ষু সংযুক্ত চকটির প্রত্যক্ষকে লৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়, যেহেতু তা চক্ষু সংযোগরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য চকের প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়, যেহেতু তা অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

নব্য ন্যায়মতে, একটি চক প্রত্যক্ষকালে সব চকের প্রত্যক্ষে চকত্ব বিষয়ক সামান্যের জ্ঞানই সামান্য লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ। প্রাচীন ন্যায়মতে, সামান্য লক্ষণ শব্দের অর্ন্তগত ‘লক্ষণ’ শব্দের অর্থ স্বরূপ। তাই তাঁদের মতে সামান্য স্বরূপ বা সামান্য মাত্র হচ্ছে সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ। কিন্তু তা বলা যাবে না। কারণ সামান্য মাত্র সন্নিকর্ষ হলে ধূমত্ব সামান্য নিত্য বলে তা সর্বদা সকল ধূমে থাকায় সকলেরই সর্বদা সকল ধূমের প্রত্যক্ষ হত। তা কিন্তু হয় না।

এছাড়াও সামান্য মাত্রকেই সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ ধরলে ধূলিঝড়ের ক্ষেত্রে ধূমত্ব ভ্রমের পরে পরে সকল ধূম বিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাও উৎপত্তি হবে না। কারণ সেখানে ধূমত্বের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নেই। তাই সামান্য মাত্রকেই সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ না বলে সামান্য বিষয়ক জ্ঞানকে সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ বলতে হবে।

নব্য ন্যায়মতে জ্ঞায়মান সামান্যকেই সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা যায় না। জ্ঞায়মান সামান্য সন্নিকর্ষ হলে যে স্থলে চকটি বিনষ্ট হওয়ার পর তদচকবিশিষ্টের স্মরণ হয়, সেই স্থলে সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল তদচকবিশিষ্টের জ্ঞান হতে পারে না, কারণ, তখন সামান্য তদচকটি নেই। প্রকৃতপক্ষে এখানে সামান্য লক্ষণ শব্দের অর্ন্তগত সামান্য শব্দের অর্থ হল সমান বস্তু সমূহের ভাব বা ধর্ম (সমানানাং ভাবঃ সামান্য) সেই সামান্য কোন স্থলে নিত্য চকত্বাদি জাতি, আবার কোন স্থলে অনিত্য চকাদি পদার্থ হয়ে থাক। তাই নব্য নৈয়ায়িকগণ বলে থাকেন, জ্ঞায়মান সামান্য নয়, সামান্য বিষয়ক জ্ঞানই সামান্য লক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

এখানে অবশ্য কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন একটি চককে দেখে যদি সকল চকের জ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে একটি প্রমেয় পদার্থকে দেখে সকল প্রমেয়ের অর্থাৎ সকল পদার্থের জ্ঞান হয়ে যায় বলতে হবে। তাহলে তো আমরা সবাই এতে করে সর্বজ্ঞ হয়ে যাব অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বার আপত্তি উঠবে। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ এর উত্তরে বলেন, সর্বজ্ঞ তখনই কাউকে বলা যাবে যদি কারুর পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে সকল পদার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ পৃথক পৃথক জ্ঞান হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চকত্ব, ঘটত্ব, পটত্বের বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না। প্রমেয়ত্বরূপে সামান্যের জ্ঞান হয়। ফলে এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞত্বার আপত্তি হতে পারে না।

ন্যায়মতে সামান্য লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতেই হবে। নাহলে নানা সমস্যা সৃষ্টি হবে। যেমন ঃ

১) সামান্য লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে ব্যাপ্তি জ্ঞান বিষয়ক যে সংশয় হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি মহানস প্রভৃতি দু-একটি স্থানে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য প্রত্যক্ষ করে, তাহলে তার ধূম বহ্নিব্যাপ্য কিনা এরকম সংশয় হতে পারে। সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ধূমের জ্ঞান হওয়ায় ঐসকল ধূমে বহ্নি ব্যপ্যত্বের নির্ণয় না থাকায় 'ধূম বহ্নিব্যাপ্য কিনা' এরূপ সংশয় হতে কোন বাধা থাকবে না।

২) পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির যে অনুমান হয় তা সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ ছাড়া কখনই সম্ভব নয়। এই অনুমানের জন্য পরামর্শ জ্ঞান প্রয়োজন। আবার পরামর্শ জ্ঞান হতে গেলে ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রয়োজন। ন্যায়মতে ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব সামান্যের জ্ঞানরূপ সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ধূম সকল বহ্নির অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। ফলে তখন সকল ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়। এর দ্বারা পর্বতে বহ্নিব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমের জ্ঞানরূপ পরামর্শ উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান হলে পর্বতে বহ্নির অনুমান হয়ে থাকে। আর তাই এই অনুমানের উপপত্তির জন্য সামান্য লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে।

৩) সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে প্রগভাবের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হবে না। কারণ অভাব জ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ হয়। প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপন্নই হয় নি। অনুৎপন্ন প্রতিযোগীর সাথে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় না বলে সামান্য লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতেই হবে।

৪) সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে তমঃ বা অন্ধকারের প্রত্যক্ষের উপপত্তি হবে না। কারণ ন্যায়মতে, সকল তেজের অভাবকেই তমঃ বা অন্ধকার বলে। আর সকল তেজের জ্ঞানের জন্য সামান্য লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে।

২) অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ ঃ

জান লক্ষণ সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সাথে এমন বস্তুর সন্নিকর্ষ হয়, যে বস্তুটির সাথে ঐ ইন্দ্রিয়ের সাধারণত সন্নিকর্ষ হতেই পারে না। চক্ষুর দ্বারা চন্দনের সৌরভের যে প্রত্যক্ষ হয়, তা জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ। ধরা যাক্ কোন ব্যক্তি ঘ্রানেন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযুক্ত-সমবায়রূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা চন্দনের সৌরভ বা গন্ধ গ্রহণ করছে। তার ঐ গন্ধের জ্ঞানজন্য সংস্কার আত্মাতে আছে। অন্য সময়ে যদি ঐ ব্যক্তি দূরবর্তী কোন চন্দনকে দেখে এবং তার 'সুরভি চন্দনম্' - এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তাহলে ঐ প্রত্যক্ষ হবে জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ। চন্দনের সৌরভের যে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির এখন হচ্ছে তা লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা কখনই হতে পারে না। তা অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারাই হয়ে থাকে। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় গন্ধ গ্রহণে সক্ষম নয়। অথচ এক্ষেত্রে গন্ধের প্রত্যক্ষ চক্ষুর দ্বারাই হচ্ছে। সুতরাং চক্ষুর সাথে চন্দনের গন্ধের লৌকিক সন্নিকর্ষ হতে পারে না। এর জন্য জ্ঞান লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

ন্যায়মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা চন্দনের প্রত্যক্ষ হলে গন্ধের স্মরণ হয়। এখানে অতীতলব্ধ গন্ধের স্মৃতি জ্ঞানের দ্বারাই গন্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। বর্তমানে চন্দনের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হলে গন্ধের স্মৃতিজ্ঞান অতীত গন্ধকে চন্দনের বিশেষণরূপে চক্ষুর সাথে সন্নিকৃষ্ট করে দেয়। তার ফলে গন্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। ন্যায়মতে আমরা যদি স্মৃতি জ্ঞানকে সন্নিকর্ষরূপে স্বীকার করি তাহলে এই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। তাই জ্ঞান লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

নৈয়ায়িকগণ বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের আবশ্যিকতা ব্যক্ত করেছেন। এই সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে দূরস্থ চন্দনের গন্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উপপন্ন হবে না। আবার ভ্রম প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্যও এই সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। কারণ ভ্রমের দেশান্তরীয়, কালান্তরীয় রজতাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উপপন্ন হবে না। নৈয়ায়িকগণ আরো বলেন, জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে অনুব্যবসায়ে বাহ্য বিষয়ের মানস প্রত্যক্ষ এবং অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর জ্ঞান কখনো উপপন্ন হবে না।

৩) অলৌকিক যোগজ লক্ষণ সন্নিকর্ষ ঃ

ন্যায়মতে, যোগীগণ যে দূরস্থ, পশ্চাৎ দেশে আবস্থিত, সূক্ষ্ম, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে স্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষ করেন সেই প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য যোগজ লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। যোগজ ধর্মই এখানে সন্নিকর্ষরূপে কাজ করে। ন্যায়মতে কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে যত্নশীল হয়ে যোগাভ্যাস করেন, তাহলে ঐ যোগসাধনার দ্বারা তাঁর আত্মাতে এক বিশেষ প্রকার ধর্ম বা শক্তির উদ্ভব হয়। এই ধর্মই যোগজধর্ম। এই ধর্মের দ্বারাই যোগীর সর্বদেশস্থ, সর্বকালস্থ সকল বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়। আর তার জন্য যোগীগণ সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে সর্বজ্ঞ হন। যোগীদের এই প্রত্যক্ষ যোগজ লক্ষণ সন্নিকর্ষের জন্যই হয়ে থাকে।

ন্যায়মতে এরূপ যোগী যুক্ত যোগী ও যুঞ্জানযোগী দু-প্রকার বলে যোগজধর্মও দু-প্রকার। যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী যুক্তযোগী। যুক্তযোগী যোগজ ধর্মের সাহায্যে মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি বস্তুকে সর্বদাই প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু যুঞ্জানযোগী যিনি যোগাভ্যাস করছেন, এখনও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন নি, তাই তিনি সর্বদা সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। তবে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষের জন্য যুঞ্জান যোগীর চিন্তাবিশেষও সহকারী হয়। যোগীদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল বস্তুর প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যার জন্য অবশ্যই যোগজ লক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ